সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট

জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০% কৃষি খাতে বরাদ্দের দাবিতে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ

বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০% কৃষি খাতে বরাদ্দ ও প্রতি ইউনিয়নে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র খোলার দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের মিছিল

আসন্ন জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা ৪০ ভাগ কৃষি খাতে বরাদ্দ, প্রতি ইউনিয়নে ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরকারি উদ্যোগে খোদ কৃষকের কাছ থেকে ফসল ক্রয়, ক্ষেতমজুরদের সারা বছর কাজ ও গ্রামীণ রেশনিং চালু, ভিজিডি, ভিজিএফ, ১০০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্পসহ সকল গ্রামীণ প্রকল্পে দুর্নীতি, দলীয়করণসহ ৮ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে ৪ জুন '১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন-সমাবেশ শেষে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে ও দপ্তর সম্পাদক নিখিল দাসের সঞ্চালনায় মানববন্ধন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জুলফিকার আলী ও রাহাত আহমেদ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। মোট গ্রামীণ শ্রমশক্তির শতকরা ৬০ ভাগের বেশি কৃষিতে নিয়োজিত। জিডিপির প্রায় ১৬% আসে কৃষি থেকে। অথচ কৃষক-কৃষি-ক্ষেতমজুর-ভূমিহীন গ্রামীণ জনগণ এখন নানামুখী সংকটে জর্জরিত। একদিকে সার, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল-বিদ্যুতের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। অন্যদিকে অসাধু মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা এই সকল কৃষি উপকরণে মেশাচ্ছে ভেজাল। জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০% কৃষি খাতে বরাদ্দের দাবি উপেক্ষিত। ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৮.৪ শতাংশ। অথচ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ কমে হয় ৩.২ শতাংশ। অর্থাৎ দিন দিন বরাদ্দ কমছে। কৃষিতে ভর্তুকিও কমছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি খাতে ভর্তুকি ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও সংশোধনী বাজেটে তা কমে দাঁড়ায় ৬ হাজার কোটি টাকা। অথচ সরকার নিজেকে কৃষি বান্ধব সরকার বলে দাবি করছে। এটা বেশ হাস্যকর ব্যাপার। এবার দেশে ধানের বাম্পার ফলন উৎপাদন করেছে কৃষক। অথচ কৃষক ধানের উপযুক্ত দাম পাচ্ছে না, সরকার মনপ্রতি ১০৪০ টাকা মূল্য নির্ধারণ করলেও প্রতি ইউনিয়নে ক্রয় কেন্দ্র না থাকায় কৃষক ক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি করতে পারছে না।

কৃষক ধান বিক্রি করে আর চাল বিক্রি করে চাতাল মালিক। অথচ সরকার নির্ধারণ করেছে দেড় লক্ষ টন ধান ও ৯ লক্ষ টন চাল কিনবে। এই দেড় লক্ষ টনের মধ্যে বর্তমানে কিনবে মাত্র ১৫ হাজার টন। কারণ হিসেবে সরকার বলছে গুদাম খালি নেই। অর্থাৎ সরকারের কৃষি পরিকল্পনা কৃষকবান্ধব নয়। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য রেশনিং ব্যবস্থা নেই। গ্রামীণ প্রকল্পগুলো দলীয়করণ ও দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ।

নেতৃবৃন্দ জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা ৪০ ভাগ কৃষি খাতে বরাদ্দের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান এবং সমাবেশ ও মিছিল পরবর্তীতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ইতিপূর্বে বিভিন্ন জেলা উপজেলায় একই দাবিতে কর্মসূচি পালিত হয়।

সোনারগাঁ উপজেলা : ১০ মে '১৮ দুপুর ১২ টায় অর্থমন্ত্রী বরাবরে ইউএনও-ও মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলার সমন্বয়ক নিখিল দাস-এর নেতৃত্বে স্মারকলিপি প্রদানে এসময় উপস্থিত ছিলেন, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট সোনারগাঁ উপজেলা শাখার সভাপতি বেলায়েত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক মিয়া, কৃষক নেতা জুলহাস, বাতেন, সাইদুর, শরীফ, রাজা মিয়া প্রমুখ। এছাড়াও

স্মারকলিপিতে যে বক্তব্য প্রদান করা হয় তা তুলে ধরা হলো

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের মোট শ্রম শক্তির ৬০ ভাগেরও বেশি কৃষিতে নিয়োজিত। জিডিপির প্রায় ১৬% প্রত্যক্ষভাবে আসে কৃষি খাত থেকে। জিডিপিতে কৃষির অবদান আগের তুলনায় কমলেও একক খাত হিসেবে এখনও বেশি। তারপরও বরাদ্দের দিক থেকে বাজেটে এই খাত সবচেয়ে অবহেলিত। বাংলাদেশের কৃষক-কৃষি ও গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ নানামুখী সংকটে জর্জরিত। ন্যায্য মূল্য না পেয়ে আলু চাষিরা সর্বস্বান্ত হয়েছে। সরকার ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিদের সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। বোরো ধানের দাম মণ প্রতি ১০৪০ টাকা নির্ধারণ করেছে সরকার। কিন্তু বাজারে ৬০০-৭০০ টাকা দরে কৃষক ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রতি ইউনিয়নে অন্তত পক্ষে একটি করে ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরকারি রেটে উৎপাদক কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করা জরুরি। না হলে ধানের দাম নির্ধারণের সরকারি ঘোষণা শুধু কথার কথাই থেকে যাবে। আর এতে লাভবান হবে মধ্যসত্ত্বভোগী ফড়িয়া, সিন্ডিকেট ব্যাবসায়ীরা। দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও বিএডিসিকে সচল করার ক্ষেত্রে সরকারের কোন উদ্যোগ নেই। সার, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল, বিদ্যুৎসহ সকল কৃষি উপকরণের দাম দফায় দফায় বাড়ছে। বিপরীতে কৃষক ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। কৃষিভিত্তিক শিল্প নির্মাণের দাবি উপেক্ষিত। গ্রামীণ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা নাই। বারবার দাবি তুললেও আর্মি রেটে গ্রামীণ রেশনিং ব্যবস্থা আজও চালু করা হয়নি। ভিজিডি, ভিজিএফ, টেস্টরিলিফ, কাবিখা, কাবিটা কর্মসৃজন প্রকল্পসহ সকল গ্রামীণ প্রকল্পে চলছে সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, দলীয়করণ। সাবরেজিস্ট্রি, সেটেলম্যান্ট ও ভূমি অফিসের দুর্নীতিতে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ এবং সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহারের দাবি আজও বাস্তবায়ন হয়নি। উপরন্তু সার্টিফিকেট মামলা দিয়ে কৃষকদের হয়রানি করা হচ্ছে। তাদের নামে জারি করা হচ্ছে গ্রেফতারী পরোয়ানা। অথচ ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে যারা ফেরত না দিয়ে খেলাপি হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। এর উপর গ্রামীণ জীবনে বিষফোঁড়ার মতো ঝেঁকে বসে আছে মহাজনি ঋণের সুদের কারবার ও এনজিও ঋণের সুদিব্যবসা। এতে দরিদ্র মানুষ ঋণের জালে হাসফাঁস করছে। সরকার দশ টাকা কেজি চাল খাওয়ানোর কথা বললেও বর্তমানে মোটা চাল ৪৫-৫০ টাকায় বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ওএমএস-এর চালের দামও পনেরো টাকা থেকে বাড়িয়ে ত্রিশ টাকা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় সকল হতদরিদ্র মানুষকে সারাবছর ১০ টাকা দরে ওএমএস-এর চাল সরবরাহ করা জরুরি।

তাই জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০% কৃষি খাতে বরাদ্দ করা, প্রতি ইউনিয়নে সরকারি উদ্যোগে কমপক্ষে একটি ক্রয়কেন্দ্র খুলে খোদ কৃষকের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত রেটে ধান ও অন্যান্য ফসল ক্রয় করাসহ কৃষকদের উপরোক্ত সংকট দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, কৃষক-ক্ষেতমজুর ও কৃষি বাঁচাতে হবে।